পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter)

কান্টের শর্তহীন আদেশ (Kant's Categorical Imperative)

নৈতিকতার ইতিহাসে প্রখ্যাত জার্মান চিন্তানায়ক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant 1724-1804) এক অবিস্মরণীয় কীর্তির সাক্ষর রেখেছেন। তিনি নীতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নৈতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছেন তা উগ্র বিচারবাদ বা কৃচ্ছতাবাদ (Regorism) নামেই খ্যাত। কান্টের এই বিচারবাদ বা কৃচ্ছতাবাদ যে সমস্ত সূত্রগুলির উপর নির্ভর করে আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল তাঁর শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative)। কান্টের এই "শর্তহীন আদেশ" নামক নীতিসূত্রটি নীতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী নৈতিক নিয়ম হিসাবেই স্বীকৃত। এই নৈতিক নিয়ম বা সূত্রটিকে কান্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Groundwork of the Metaphysic of Morals* নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। *Critique of practical Reason* নামক অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেও কান্ট তাঁর কৃচ্ছতাবাদের আলোচনাটিকে উপস্থাপিত করেছেন।

কান্টের নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে আমরা একদিকে যেমন পাই নূতনত্বের সাক্ষাৎ, অপরদিকে তেমনি পাই সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের রীতি। কান্টের মতে, মানুষের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে মূলত দুধরনের বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়—যার একটি হল জীববৃত্তি (Animality) এবং অপরটি হল বুদ্ধিবৃত্তি (Rationality)। এই দুধরনের বৃত্তির মধ্যে জীববৃত্তি হল নিম্নস্তরের বৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি হল উচ্চস্তরের বৃত্তি। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে, তাকে অপরাপর নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে পৃথক করে। সুখবাদীরা জীববৃত্তি তথা ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন তথা সুখকেই নৈতিক বিচারের মাপকাঠি রূপে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সুখবাদীদের মতে, যে কাজ সুখ উৎপাদন করে বা সুখ উৎপাদনের সহায়ক—সেই কাজই হল ভাল, এবং যে কাজ সুখ উৎপাদন করতে সমর্থ নয়—সেই কাজই হল মন্দ। অপরদিকে, কান্ট এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা সুখ কখনোই নৈতিক বিচারের মাপকাঠি রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাঁদের মতে, নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে "বুদ্ধিবৃত্তি" তথা "বিচার শক্তির" ভূমিকাই প্রধান। সুতরাং যে কাজ বিচারশক্তি প্রসূত সেই কাজই হল ভাল বা নৈতিক এবং যে কাজ বিচারশক্তি প্রসূত নয় সেই কাজই হল মন্দ বা অনৈতিক।

কান্টের মতে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তির দুটি রূপ বিদ্যমান, যথা—(১) বিশুদ্ধ বিচার শক্তি বা চিন্তা (Pure Reason), এবং (২) ব্যবহারিক বিচারশক্তি বা চিন্তা (Practical Reason)। বিশুদ্ধ বিচার শক্তির দ্বারা জ্ঞানবিজ্ঞান এবং অধিবিদ্যার সম্ভাবনা সম্পর্কিত আলোচনাকে উপস্থাপিত করা যায়। কিন্তু ব্যবহারিক বিচার শক্তির দ্বারা নৈতিক নিয়মের (Moral Laws) প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই ব্যবহারিক বিচার শক্তিরই অপর নাম হল "বিবেক

(Conscience)"—যা স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরপেক্ষ ভাবে নৈতিক নিয়মকে প্রতিষ্ঠা ও বিশ্লেষণ করে। কান্ট আরো মনে করেন যে, নৈতিক নিয়ম কখনোই অভিজ্ঞতা প্রসূত (A Posteriori) নয়, নৈতিক নিয়ম অবশ্যই প্রাক্ অভিজ্ঞতা প্রসূত (A Priori) ও স্বতঃসিদ্ধ (Self evident)। এগুলি স্বতঃভাবেই প্রমানিত বলে এগুলি আর কখনোই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কান্ট তাই সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন কাজ যদি নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়, তবে তা ভালো কাজ রূপে বিবেচিত। অপরদিকে, নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ না করে যে সমস্ত কাজ সম্পাদিত নয়—সেগুলি অবশ্যই মন্দ বলে বিবেচিত।

কান্টের বিচারবাদ বা কৃচ্ছতাবাদ যে তিনটি মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেই তিনটি মূল বা মৌলিক ধারণা হল ঃ

(১) শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative) সম্পর্কিত ধারণা।

(২) সদিচ্ছা (Good Will) সম্পর্কিত ধারণা। এবং

(৩) কর্তব্যের জন্য কর্তব্য (Duty for Duty's sake) সম্পর্কিত ধারণা।

(১) শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative) ঃ কান্টের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনার সর্বাপেক্ষা মৌল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় (Concept) হল কর্তব্যের জন্য শর্তহীন আদেশ বা অনুজ্ঞা। প্রশ্ন হল শর্তহীন আদেশ বা অনুজ্ঞা কাকে বলে? এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেন—বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কর্মপ্রয়াসের ইচ্ছা যখন বাধ্যতামূলকভাবে বিবেক কর্তৃক নির্দেশিত হয় এবং তার কোন অন্যথা না হয়, তখন তাকে বলে শর্তহীন আদেশ বা অনুজ্ঞা। সুতরাং আমাদের বিবেক (Conscience) যে নৈতিক নিয়মকে আমাদের সামনে হাজির করে তাহাই শর্তহীন আদেশ। নৈতিক নিয়ম তাই বিবেকের আদেশ বা নির্দেশ (imperative)। এ কোন সাধারণ উক্তি নয়। "তুমি কাজটি করতে পার" এবং "তোমাকে কাজটি করতেই হবে"—এই দুই ধরনের উক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। কারণ, প্রথমটি হল বক্তার সাধারণ উক্তি—যা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দ্বিতীয়টি হল বক্তার আদেশ বা অনুজ্ঞা যা আমাদেরকে করতেই হবে। এখানে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন ভূমিকাই নেই। নৈতিক নিয়মও আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না বলে তা শর্তহীন আদেশ রূপে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে নীতিবিজ্ঞানী লিলি (Lillie) তাঁর *An Introduction to Ethics* গ্রন্থে বলেছেন—"কান্টের শর্তহীন পদটির অর্থ হল—নৈতিক নিয়ম অবশ্যই কারোর আদেশ বা অনুজ্ঞা (Kant's term 'Categorical imperative implies that the Moral Law is a Command made by somebody. W. Lillie : *An Introduction to Ethics* : P 158)।"

কান্টের শর্তহীন আদেশের পরিপূর্ণ অর্থটিকে উন্মোচিত করতে গেলে কান্ট আর যে সমস্ত প্রকার আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কান্টের মতে, আদেশ তিন ধরনের হতে পারে, যথা ঃ

(ক) শর্তাধীন আদেশ (Hypothetical Imperative) ঃ যে আদেশ প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পালনীয়, সেই আদেশকেই বলা হয় শর্তাধীন আদেশ। যেমন

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই আমার স্বাস্থ্যের নিয়মকে মানতে হয়। অর্থাৎ, এরূপ আদেশ বা নিয়মের ক্ষেত্রে একটা উদ্দেশ্য থাকে, এবং সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে তখনই যখনই আমি নিয়মটিকে মানবো। আর নিয়মটিকে না মানলে উদ্দেশ্যটি কখনোই ফলপ্রসূ হতে পারে না। শর্তাধীন আদেশ তাই সর্বজন স্বীকৃত হতে পারে না।

(খ) দৃঢ় উক্তিমূলক সাধারণ আদেশ (Assertorical Imperative) ঃ দৃঢ় উক্তিমূলক সাধারণ আদেশের ক্ষেত্রে দাবী করা হয় যে, এগুলি সর্বজনকাম্য এবং সে কারণেই এগুলিকে সকল ব্যক্তিই লাভ করতে চায়। সেজন্যই এগুলিকে পাবার ক্ষেত্রে যে আদেশ নির্দেশিত হয়, তা সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও এগুলিকে শর্তাধীন রূপে অভিহিত করা হয়, এগুলি তাই কখনোই শর্তহীন নয়। কারণ, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যকে কামনা করেই মানুষ সাধারণত এই সমস্ত আদেশ বা অনুজ্ঞাকে মেনে চলতে বাধ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয় "সুখলাভের আদেশ বা অনুজ্ঞা"। এক্ষেত্রে মানুষ সুখলাভের কামনায় সুখসূত্রের অনুজ্ঞা বা আদেশ মান্য করে। দৃঢ় উক্তিমূলক সাধারণ আদেশের ক্ষেত্রে অনুজ্ঞাটি অবশ্যই ফলমুখী। কিন্তু কান্ট মনে করেন যে, ফলমুখী কোন অনুজ্ঞাই সর্বজন সমাদৃত হতে পারে না।

(গ) শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative) ঃ কান্টের শর্তহীন আদেশ হল উপরিউক্ত দ্বিবিধ আদেশ থেকে স্বতন্ত্র। এই ধরনের অনুজ্ঞা বা আদেশ কোন বিশেষ বা সাধারন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পালন করা হয় না। এগুলি অবশ্যই বিনা শর্তে পালনীয়। কান্টের মতে, নৈতিক নিয়ম হল এমনই শর্তহীন পর্যায়ভুক্ত যা আমরা সবসময়ই পালন করতে বাধ্য হই। নৈতিক নিয়মকে আমরা যে পালন করতে বাধ্য হই তার মূল কারণ হল যে, আমরা এগুলিকে আমাদের কর্তব্য বলে স্বীকার করে নিই। এক্ষেত্রে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এগুলিকে মান্য করি না। অর্থাৎ, নৈতিক নিয়ম যে শর্তহীন এ সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

কান্ট নৈতিক নিয়মকে আদেশ বা অনুজ্ঞা রূপে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এই আদেশ কার আদেশ? কান্টের মতে, এই আদেশ হল আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তি তথা বিবেকের আদেশ। এ আদেশ বা অনুজ্ঞা হল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তথা বিবেকের আদেশ—যা নিম্নবৃত্তি তথা মানবীয় জৈববৃত্তির উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ, পক্ষান্তরে মানুষের উপর মানুষেরই আদেশ, বাইরে থেকে চাপানো কোন আদেশ নয়। নৈতিক নিয়মের মধ্যে তাই এক ধরনের আন্তর বাধ্যবাধকতা বোধ (internal obligation) বিদ্যমান। এর অর্থ হল—নৈতিক নিয়ম হল মানুষেরই বুদ্ধির নিয়ম এবং মানুষ তা মানতে বাধ্য। মানুষ নৈতিক নিয়ম মানতে বাধ্য একারণেই যে, তার এই নৈতিক নিয়ম মানার ক্ষমতা আছে। এ প্রসঙ্গে তাই কান্ট বলেন—"তোমার করা উচিত মানে তুমি করতে পার" (Though oughtest means thou canst)। এর সরল অর্থটিকে এভাবেও উপস্থাপিত করা যায় যে, মানুষ যে নৈতিক নিয়ম করে, তা সে মানতে পারে না—এমন কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা হল—"ঔচিত্য" শব্দটি তার সমস্তরকম মাধুর্য, তাৎপর্য, প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণকে হারিয়ে ফেলে যদি তার মধ্যে সামর্থের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকে।

কান্টের মতে, নৈতিক নিয়ম হল এমনই এক ধরনের নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ যা মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্য মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমস্ত মানুষই এরূপ অনুজ্ঞা বা আদেশ পালনে বাধ্য। এর কোন প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষণীয় নয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তিই এরূপ নিয়ম পালনে আবশ্যিকভাবে বাধ্য। কান্টের নৈতিক নিয়মকে অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা হল—"যা কিছু আমাদের করা উচিত, তা আমাদের করাই উচিত। নৈতিক নিয়মকে পরিত্যাগ করার মতো কোন ব্যাপকতর নিয়মই থাকতে পারে না ("'What we ought to do we ought to do.' There can be no higher law by which the moral imperative might be set aside". J. S. Maekenzie, *A manual of Ethics* : Page 138)।"

কান্ট তাঁর *Metaphysic of Morals* গ্রন্থে নিঃশর্ত অনুজ্ঞার আদেশটিকে তিনটি আকারের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। নিঃশর্ত অনুজ্ঞার এই তিনটি আকার হল ঃ

প্রথমত, *প্রত্যেকটি যুক্তিবাদী ব্যক্তিকে এমনকি নিজেকেও উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার কর, উপায় হিসাবে নয়* (Treat every rational being including yourself always as end, and never as a means. Immanuel Kant, *Metaphysic of Morals*. Sec. II, P 46)। কান্ট মনে করেন যে, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই অন্তরীণ হল "মনুষ্যত্ব"। সে কারণেই প্রত্যেকটি মানুষেরই উচিত হল নিজেকে নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করা, এবং সেই সঙ্গে অপর সকলের মনুষ্যত্বকেও **লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (end)** রূপে প্রকাশ করা। নিজের বা অপর সকলের মনুষ্যত্বকে কখনোই **উপায় (means)** রূপে ব্যবহার করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, *উদ্দেশ্যের রাজত্বে একজন সদস্য হিসাবে কাজ কর* (Act as a member of the kingdom of ends. I. Kant, *Metaphysic of Morals*)। কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার এই আকারটি প্রথম আকারটি থেকেই নিঃসৃত। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই যদি নিজেকে নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করে, তাহলে ক্রমান্বয়ে গঠিত হয় **লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্য (Kingdom of ends)**। এরূপ সম্মিলিত উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যই মানুষকে সৎ এবং সুখী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে বাধ্য করে। এভাবেই ব্যক্তি নিজের এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ হয়।

তৃতীয়ত, *নিঃশর্ত অনুজ্ঞাকে যদি এবং কেবল যদি আমার স্ব-আরোপিত নিয়ম বলে স্বীকার করি, তবেই তা মানতে আমি দায়বদ্ধ* "(Principle of Moral conduct is morally binding on me if and only if I can regard it as a law which I impose upon myself. Kant, *Metaphysic of Morals*)"। কান্টের অভিমত হল যে, নিঃশর্তে অনুজ্ঞার নিয়মটি কখনোই কামনা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। এ হল মানুষের সদিচ্ছা থেকে নির্গত অন্তরের ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রকাশ। এ নিয়ম কখনোই বাহ্যশক্তির দ্বারা বলপূর্বক আরোপিত নয়। নিয়মটি অবশ্যই স্বতঃআরোপিত **(self imposed)** এবং **বাধ্যতামূলক (obligatory)**।

কান্টের শর্তহীন আদেশের এই সমস্ত আকারগুলি প্রমাণ করে যে, এরূপ অনুজ্ঞাটি ব্যাপকতম নিয়মে বিরাজমান। এরূপ ব্যাপকতম নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতেই অনুজ্ঞাটিকে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত কয়েকটি মূল সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব।

(i) সার্বজনীন নিয়মের মূলসূত্র (The formula of the Universal Law) : নৈতিক দার্শনিক কান্ট তাঁর নির্দেশিত অনুজ্ঞাটির প্রসঙ্গে বলেন—"তুমি এমন একটি নীতি অনুসারে কাজ কর যাকে তুমি একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে পার (Act only that maxim which thou canst at the same time will to be a universal Law)"। অর্থাৎ, এর মূল কথা হল—নিঃশর্ত অনুজ্ঞার আদেশটি অবশ্যই একটি সার্বজনীন নিয়মরূপে স্বীকৃত হবে।

(ii) প্রাকৃতিক নিয়মের মূলসূত্র (The formula of the Law of nature) : এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেন—"তুমি এমনভাবে কাজ কর যাতে তোমার ইচ্ছার মাধ্যমে কাজের নিয়মটি একটি সার্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত হয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে কান্ট আমাদের আচার-আচরণ সমূহের নিয়মকে কার্য কারণের ন্যায় একটি প্রাকৃতিক নিয়মে পরিণত করার পক্ষপাতী।

(iii) স্ব-উদ্দেশ্য সম্পর্কিত মূলসূত্র (The formula of the end in itself) : কান্টের অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে এরূপ সূত্রটিকে এভাবেই উপস্থাপিত করা যেতে পারে যে, "তুমি এমনভাবে কাজ কর যাতে তুমি নিজের অথবা অপরের মনুষ্যত্বকে একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করতে পার, উপায় হিসাবে নয় (Act as to treat humanity whether in thine own person or in that of any other, always as an end and never as a means)"। অর্থাৎ, নিঃশর্ত অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে মানুষের নিজের অথবা অপরের মনুষ্যত্বকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে, উপায় হিসাবে নয়।

(iv) উদ্দেশ্যের রাজত্ব সম্পর্কিত মূলসূত্র (The Formula or the Kingdom of end) : কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার বিষয়টি এরূপ একটি সূত্রকে সূচিত করে বলে—"তুমি এমন ভাবে কাজ কর যাতে তুমি নৈতিক নিয়মের রাজত্বের একজন সদস্য হিসাবে গণ্য হতে পার"। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি ব্যক্তিই যদি নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদন করে, তবে তাদের সকলের সম্মিলিত ক্রিয়াই এক উদ্দেশ্যর রাজত্বের সৃষ্টি করে যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই সেই রাজত্বের একনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে গণ্য হয়।

এবং, **(v) আদর্শ সমাজ সম্পর্কিত মূলসূত্র (The Formula of the Ideal Society) :** নিঃশর্ত অনুজ্ঞার বিষয়টিকে এরূপ একটি মূলসূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কান্টের উক্তি হল—"তুমি এমন ভাবে কাজ কর যাতে তুমি এমন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পার যে, অপর ব্যক্তিদেরও তোমার অনুরূপ কাজ করা উচিত (Act only in such a way as you could will that every one should act under the same general condition)।" অর্থাৎ, তুমি যে যেহেতু নৈতিক বিধি অনুযায়ী কাজ কর, সেহেতু তুমিও আশা করতে পার যে, সমাজের অপর ব্যক্তিরাও তোমার অনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করবে। আর এরূপভাবে যদি সমাজস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নৈতিক বিধি অনুযায়ী কাজ করে তাহলে সমাজ অবশ্যই একটি আদর্শ সমাজে পরিণত হবে।

(২) কান্টের সদিচ্ছা সম্পর্কিত ধারণা (Kant's concept of Goodwill) : কান্ট তাঁর নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেন যে, একমাত্র সৎ ইচ্ছাই (Good will) কল্যাণকর। এই সৎ ইচ্ছা বিনা শর্তেই সৎ। সৎ ইচ্ছাই নৈতিকতার মূল উৎস। তিনি তাই নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন প্রকার উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করেন না। কোন নিয়মকে যখন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় রূপে প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই নিয়মকে শর্তাধীন নিয়ম রূপে দাবী করা হয়, যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, তর্কবিজ্ঞানের নিয়ম ইত্যাদি। কিন্তু নৈতিক নিয়ম কখনোই এরূপ শর্তাধীন (conditional) নিয়মরূপে গণ্য হতে পারে না। নৈতিক নিয়ম অবশ্যই শর্তহীন (categorical) রূপে স্বীকৃত। কারণ হল মানুষের বিবেক প্রসূত, সৎ ইচ্ছার স্বকীয় আলোকেই তা শর্তহীনভাবে নির্দেশিত। বাহ্যিক কোন উদ্দেশ্য দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত নয়।

কান্ট আরো বলেন যে, একমাত্র সদ্দিচ্ছাই স্বাধীন ভাবে ক্রিয়াশীল, এবং নিজে নিজেই তা শর্তহীনভাবে সৎ। এটিই একমাত্র প্রকৃত কল্যাণকর। উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় তা নিজের দীপ্তিতেই দীপ্যমান (Good will is autonomous, it is intrinsically and unconditionally good; it is, in fact, the only true good. Like a jewell it shines with its own light)। এই সদিচ্ছা কখনোই কোন ভাবাবেগ বা কামনা বাসনা দ্বারা পরিচালিত নয়। এ শুধু নৈতিক নিয়মের আনুগত্য দ্বারাই পরিচালিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন কাজ করে, সে কাজকে নৈতিক হিসাবে উল্লেখ করা যায় না। কান্টের মতে, দুটি রত্ন স্ব-মহিমায় নিজের আলোকে উজ্জ্বলমান। এদের মধ্যে একটি হল আমাদের মাথার উপরে নক্ষত্র খচিত আকাশ, এবং অপরটি হল—আমাদের অন্তরের নৈতিক নিয়ম। অনুরূপভাবে আমাদের সৎ সংকল্প নিজে নিজেই সৎ বা কল্যাণকর।

কান্ট দাবী করেন যে, আমাদের সংকল্প যখন কর্তব্যদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তাকে বলা হয় স্বাধীন ইচ্ছা (Autonomy of Will)। অপরদিকে, সংকল্প যখন কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে, অনুভূতি বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তাকে বলা হয় পরাধীন ইচ্ছা (Heteronomy of Will)। সৎ সংকল্প কর্তব্যবোধের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত বলেই তা স্বাধীন, এবং তা নিজস্ব মূল্যেই কল্যাণকর। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তাই তাঁর *A manual of Ethics* গ্রন্থে বলেছেন—"There is nothing good but the Good will and this is good in itself. Maekenzie : *A Manual of Ethics* : Page 192)। কান্ট তাই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সৎ ইচ্ছা নিঃশর্তভাবেই সৎ, এবং সেকারণেই তা পূর্ণতাকে সূচিত করে মানুষকে এক উন্নত পর্যায়ে স্থাপন করে।

(৩) কান্টের কর্তব্যের জন্য কর্তব্যর ধারণা (Kant's notion of Duty for Duty's sake) : কান্টের নীতিতত্ত্বের আরো একটি মৌল ধারণা হল—"কর্তব্যর জন্য কর্তব্য"-র ধারণা। কান্ট বলেন মানুষের ইচ্ছা একমাত্র তখনই সৎ রূপে পরিগণিত হতে পারে, যখনই তা বিচারবুদ্ধি দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। কান্ট দাবী করেন যে, নৈতিক মানদণ্ড হল বিচার বুদ্ধির নিয়ম, আর বিচারবুদ্ধির নিয়মই হল কর্তব্যের নিয়ম (The Law of Reason is the Law of duty)। সে জন্যই কান্ট বলেন যে, কেবল কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে হবে, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। বিচার বুদ্ধি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোন কাজ

করে, তখনই সে প্রকৃত মানুষের মর্যাদা লাভ করে। কামনা বাসনা বা অনুভূতির বশবর্তী হয়ে মানুষ যখন কোন কাজ করে, তখন সে অবশ্যই পশুতুল্য। অনুভূতির বশবর্তী হয়ে কৃত কর্ম তাই 'নৈতিক ক্রিয়া' রূপে গণ্য হতে পারে না। প্রকৃত কর্তব্য হল বুদ্ধি প্রসূত। এরূপ কর্তব্যের ক্ষেত্রে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, বদান্যতার কোন স্থানই নেই। সুতরাং অনুকম্পা বশত যদি আর্তকে সেবা করা হয়, তৃষ্ণার্তকে জল দান করা হয়, এবং ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা হয়—তাহলে সেই সমস্ত ক্রিয়ার কোন নৈতিক মর্যাদা থাকে না। এরূপ ক্রিয়াকে কান্ট মানুষের বিচারগ্রস্থ ক্রিয়া (Pathological actions) রূপে অভিহিত করেছেন। অতএব, কান্টের মতে, কোন কর্মের ফলের কথা চিন্তা না করে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে, অনুভূতি বা অনুকম্পা দ্বারা তাড়িত না হয়ে, শুধু নৈতিক কর্তব্যের কথাই চিন্তা করে যদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, তবেই "কর্তব্যের জন্য কর্তব্য" করা হয়।

কান্টের এই "কর্তব্যের জন্য কর্তব্যর" ধারণাটি গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্মের আদর্শটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রভাকর মীমাংসকদের ধর্মাদর্শের বিষয়টিও এর অনুরূপ। দৈনন্দিন জীবনে সমস্ত প্রকার কামনা বাসনামুক্ত হয়ে শুধু কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা অত্যন্ত দূরূহ। কিন্তু এইরূপ নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে কান্ট অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। এই নীতির ক্ষেত্রে তিনি এই সাধারণ মানুষের জন্য কোন বিকল্প পন্থার নির্দেশ করেন নি। তিনি শুধু এটাই নির্দেশ করেন যে, মানুষের মনের সমস্ত প্রকার কামনা, বাসনা এবং অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে হবে। শুধু বিবেকের নির্দেশে কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করতে হবে। নৈতিকতার এরূপ বেদীমূলেই পরম কল্যাণ (Supreme Good) লাভ সম্ভব।

কান্ট অবশ্য পরমকল্যাণ (Supreme Good) এবং পূর্ণ কল্যাণের (Complete Good) মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন। তাঁর মতে, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা হল পরম কল্যাণ। এভাবে কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারলেই লাভ করা যায় আনন্দ (Happiness)। আর পরম কল্যাণের সঙ্গে যখনই আনন্দ যুক্ত হয়ে পড়ে, তখনই আবির্ভূত হয় পূর্ণ কল্যাণ (Complete Good)। কান্ট অবশ্য আনন্দলাভের জন্য কর্তব্য করার কথা বলেন নি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা হল—কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পন্ন করলে আনন্দলাভ হবেই। তা না হলে নৈতিক নিয়মের মর্যাদার হানি ঘটে। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করলে ঈশ্বরই আনন্দ দান করেন। সুতরাং বলা যায় যে, নৈতিক নিয়মের মর্যাদা রক্ষার জন্য কান্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার সমালোচনা (Kant's criticism of categorical imperative) : কান্ট তাঁর নৈতিক নিয়মকে সূক্ষ্ম যুক্তি তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে—এমন দাবী করা সঙ্গত নয়। কান্টের নীতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি উত্থাপিত হতে পারে।

প্রথমত, কান্ট তাঁর নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের দ্বিবিধ বৃত্তি তথা জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে এক প্রকার চরম বিরোধ বিদ্যমান। কারণ, জীববৃত্তি হল ইন্দ্রিয়ানুগ যা মানুষের ভোগবৃত্তিকে সূচিত করে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি হল বিবেকানুগ যা কামনা

বাসনাকে পরিহার করে ত্যাগের পথকে সূচিত করে। এই দুটি বৃত্তি তাই পরস্পর পরস্পরের বিরোধী—যা কখনোই একসঙ্গে মিলতে পারে না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা কান্টের এরূপ মতবাদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, এই দ্বিবিধ বৃত্তির মধ্যে বিরোধ থাকলেও তা কখনোই মনের ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করতে পারে না। এই উভয় প্রকার বৃত্তিই হল একই মনের দ্বিবিধ প্রকাশ—যা যৌথভাবে মনের অখণ্ডতাকে সূচিত করে। ফলত, মানুষের মানসিক বৃত্তি সম্পর্কিত কান্টের মতবাদটি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় বলে, তা গ্রহণযোগ্যও নয়।

দ্বিতীয়ত, কান্ট শুধু মানুষের মনের জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে বৈরীতার সম্পর্ককেই উল্লেখ করেছেন—তা নয়, তিনি জীববৃত্তির তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তিকেই সবিশেষ প্রাধান্য দান করেছেন, এবং জীববৃত্তিকে অত্যন্ত নিম্নমানের বলে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, মানুষের জীববৃত্তি তথা অনুভূতিকে চিরতরে সুপ্ত করে, বিশুদ্ধ চিন্তা অনুযায়ী নৈতিক জীবন যাপন করাই হল নৈতিকতার মূল লক্ষ্য। কিন্তু কান্টের এরূপ বক্তব্যকে অনেকেই সমর্থন করতে পারেন না। কারণ, মানুষের কামনা-বাসনা তথা অনুভূতিই হল সমস্ত প্রকার ক্রিয়ার মূল উৎস। ক্রিয়ার এরূপ উৎসটিকেই যদি সমূলে উৎপাটন করা হয়, তাহলে মানুষের ক্রিয়ার নৈতিক বিচার সম্ভব হবে কি ভাবে? ফলত, অনুভূতি তথা জীববৃত্তির অস্তিত্ব ছাড়া বিচারবুদ্ধির অস্তিত্বও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, কান্টের নৈতিক মতবাদটি একটি আকার সর্বস্ব মতবাদ (Formalism) রূপে স্বীকৃত। কারণ, এরূপ মতবাদ শুধু নৈতিক জীবনের আকারকেই নির্দেশ করে, বাস্তব বিষয়কে নয়। কান্ট কামনা-বাসনা বর্জিত সৎ সংকল্পকেই নৈতিকতার মূল চাবিকাঠিরূপে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই সৎ সংকল্পের ধারণা একটি অসার কল্পনা মাত্র। প্রখ্যাত নীতি দার্শনিক জ্যাকবি (Jacobi) তাই বলেন—"কান্টের সৎ সংকল্প তথা সদিচ্ছা হল একটি শূন্যগর্ভ সংকল্প বা ইচ্ছা—যা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার সংকল্পই করে না (Kant's notion of Good will that wills nothing)।"

চতুর্থত, কান্টের নৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল যে, তাঁর মতবাদটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কঠোর (stringent)। কারণ, তিনি তাঁর এই মতটিকে একটি সার্বজনীন মতে উন্নীত করতে চেয়েছেন, এবং সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতিক্রমকে (exception) স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, নৈতিক নিয়ম অবশ্যই ব্যতিক্রমহীনভাবে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এমন কোন নিয়ম নেই যার কোন না কোন প্রকার ব্যতিক্রম নেই। নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রেও তাই ব্যতিক্রম অবশ্যই বিদ্যমান। ব্যতিক্রমহীন সার্বজনীন নৈতিকতাই এক অসার কল্পনা মাত্র, বাস্তবে এর কোন স্থান নেই।

পঞ্চমত, দার্শনিক কান্ট নৈতিক নিয়মকে "শর্তহীন অনুজ্ঞা বা আদেশ (Categorical Imperative)" রূপে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি তাঁর *A Manual of Ethics* গ্রন্থে বলে যে, কান্টের নৈতিক নিয়মকে শর্তহীন অনুজ্ঞা বা আদেশ রূপে উল্লেখ করার অর্থই হল এর ঔচিত্যের (oughtness) ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা। কারণ, এ ক্ষেত্রে ঔচিত্যের পরিবর্তে বাধ্যবাধকতার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নৈতিকতার ক্ষেত্রে বাধ্য

জোরালো কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং নৈতিক নিয়মকে বাধ্যবাধকতার দৃষ্টিতে উপস্থাপিত না করে, ঔচিত্য তথা আদর্শের আলোকে উপস্থাপিত করাই সঙ্গত। কান্ট তা না করে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক অসঙ্গত কাজই করেছেন।

ষষ্ঠত, উইলিয়াম লিলি (William Lillie) তাঁর *An Introduction to Ethics* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নৈতিক নিয়মকে আদৌ শর্তহীন আদেশ বা অনুজ্ঞা রূপে উপস্থাপিত করা যায় কি না—এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে (It may be doubted whether the moral law or any other socalled categorical imperative is absolutely unconditional. W. Lillie, *An Introduction to Ethics*; Page-138)। কারণ, শুধু যাদের বিচার ক্ষমতা আছে তারাই নৈতিক নিয়ম পালন করতে বাধ্য, অন্য কেউ নয়। ফলত, কান্টের নৈতিক নিয়মও শর্তহীন না হয়ে শর্তাধীন হয়ে পড়ে। কারণ, এ নিয়ম অবশ্যই একটি শর্তের অধীন এবং তা হল—"বুদ্ধি গ্রাহ্যতা" বা "বিচার গ্রাহ্যতা" হওয়া।

সপ্তমত, আধুনিক কালের অনেক নীতিবিজ্ঞানীই দাবী করেন যে, কান্টের প্রথম নীতি বাক্যটির কোন সদর্থক তাৎপর্য (positive import) নেই, আছে শুধু নঞর্থক তাৎপর্য (negative import)। কারণ, এই প্রথম নীতি বাক্যে তিনি বলেছেন—"তুমি এমন ভাবে কাজ কর, যা সকলেরই করা উচিত"। কান্ট এরূপ নীতি বাক্যটি উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু ঠিক্ কোন কাজ আমাদের করা উচিত—তার কোন সদর্থক নির্দেশ তিনি আমাদের দেন নি। আবার ঠিক্ কোন কাজ আমাদের সকলের পক্ষে করণীয় তার উপায় নির্দেশও করেন নি। তিনি যদি এমন বলতেন যে—"এই কাজ কর এবং এটা সকলেরই করা উচিত", তাহলে আমরা আমাদের নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে একটা সদর্থক ইঙ্গিত পেতাম। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তাই বলেন, "কান্ট নির্দেশিত নীতি বহু বিষয়েই আমাদের আচরণের নঞর্থক দিক নির্দেশ করে (The principle laid down by Kant affords on many cases a safe negative guide in condact. J. S. Mackenzie : *A manual of Ethics*)"।

অষ্টমত, কান্ট তাঁর দ্বিতীয় অনুজ্ঞামূলক বাক্যে আমাদেরকে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় (means) রূপে গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আমরা দেখি যে, কান্ট যখন নৈতিক নিয়মকে শর্তহীন রূপে উপস্থাপিত করেন, এবং তা আমাদেরকে অবশ্য পালনীয় বলে দাবী করেন, তখন কিন্তু তিনি আমাদেরকে নৈতিক নিয়মের অধীন বলেই গণ্য করেন। এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মত মানুষ পরিণত হয়ে পড়ে নৈতিক নিয়ম সাধনের উপায়ে। ফলত, কান্টের নৈতিকতা সম্পর্কিত অনুজ্ঞায় এক প্রকার স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় এবং সে কারণেই তাঁর নৈতিক মতবাদটিকে গ্রহণ করা সমীচিন নয়।

নবমত, কান্ট তাঁর শর্তহীন আদেশের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, এরূপ অনুজ্ঞা নির্ণায়ক নীতিটিকে যদি আমরা আমাদের স্ব-আরোপিত নীতি বলে মনে করতে পারি, তবেই তা আমরা পালন করতে দায়বদ্ধ থাকবো। কারণ, নৈতিক নিয়ম হল আমাদের বিবেকের নির্দেশ, আত্মোপলব্ধির ফল মাত্র। কিন্তু কান্ট এর মধ্যে "বাধ্যবাধকতার" বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করায়,

নৈতিক নিয়ম আর স্ব-আরোপিত নীতির মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে না। ফলত, কান্টের অনুজ্ঞাটি অচল হয়ে পড়ে।

কান্টের নৈতিক চিন্তাধারার মূল্য বা গুরুত্ব (Importance of Kantian Ethical Thought) : কান্টের নৈতিক মতবাদ বিভিন্ন ভাবে সমালোচিত হলেও, এর অর্থ এই নয় যে, তা একেবারেই মূল্যহীন বা গুরুত্বহীন। বরং বলা যায় যে, নীতিবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর মূল্য অপরিসীম। নৈতিকতার প্রকৃত অর্থ হল—মানব চরিত্রের অন্তঃস্থিত বিবিধ বৃত্তি তথা জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর সংগ্রামে ফলিত উন্নতবৃত্তি তথা বুদ্ধিবৃত্তি কর্তৃক নিম্নবৃত্তি তথা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অবদমন। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করতে বলে কান্ট নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক সঠিক দিশা দিতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষকে নীতিনিষ্ঠ রূপে পরিগণিত করার ক্ষেত্রে কান্টের মতবাদ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তা ছাড়াও উল্লেখ করা যায় যে, কান্ট নৈতিক নিয়মকে একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করে নৈতিকতাকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ, নৈতিকতাকে যদি একটি সার্বজনীন নিয়মে প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহলে মানুষ তার নিজ নিজ খেয়াল খুশীমত নৈতিকতার ব্যাখ্যা করবে, এবং সেক্ষেত্রে নৈতিকতার কোন সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যা ও অবস্থান পাওয়া যাবে না। ফলত, মানুষের নৈতিকতার জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই বৃদ্ধি পাবে। মানুষ তার আপন স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সমর্থ হয় বুদ্ধিবৃত্তি তথা বিচার শক্তির আলোকে। ইতরেতর প্রাণী থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র এখানেই। মানুষের এরূপ স্বাতন্ত্রকে আরো মহিমান্বিত করে তুলতে সমর্থ হয় বিচার বুদ্ধি প্রসূত নৈতিকতাই—যার মুখ্য প্রচারক হলেন কান্ট।

যুক্তি বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, যুক্তি বিজ্ঞানীরা ন্যায় অনুমানের ক্ষেত্রে একপ্রকার আকারকে উপস্থাপিত করেছেন। এই আকারের সঙ্গে যে সমস্ত যুক্তি বা অনুমান সঙ্গতিপূর্ণ—সেই সমস্ত যুক্তি বা অনুমানকেই বৈধ (valid) বলে স্বীকার করা হয়। আর যে সমস্ত যুক্তি বা অনুমান উক্ত আকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়—সেগুলি অবৈধ (invalid) রূপেই বিবেচিত। কান্টও তাঁর নৈতিক নিয়মের মাধ্যমে অনুরূপ একটি আকার উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন—যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নৈতিক নিয়মকে যথোচিত বা ভাল রূপে উল্লেখ করা যায়, এবং অসঙ্গতিপূর্ণ নৈতিক নিয়মকে যথোচিত বা মন্দ রূপে অভিহিত করা যায়। সমাজকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে এ অবদান অনস্বীকার্য। ঋণ নিয়ে ঋণ শোধ করা একটা নৈতিক কাজ এবং তা সকলেরই পালনীয়। কারণ, সমাজের সকল মানুষই যদি এইরূপ নৈতিকতার অংশীদার না হয়, তা হলে মানুষের প্রয়োজনে সমাজে ঋণদানের ব্যবস্থাটাই উঠে যাবে। সুতরাং অনুভূতি ব্যক্তিগত বিষয়রূপে গণ্য হলেও নৈতিকতার সার্বজনীন ভিত্তিই কাম্য। নীতিবিজ্ঞানী উইলিয়াম লিলি (W. Lillie) তাঁর *An Introduction to Ethics* গ্রন্থে বলেছেন—"তিনি (কান্ট) যদি এটা করে থাকেন, তবে তিনি নৈতিকতার তত্ত্বের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দায়িত্বই পালন করেছেন এবং এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না (... if he had accompalished this, no one can deny that he would have rendered a most valuable service to ethical theory)"।